দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 20 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ...

আওয়ামী লীগের ইসলাম এলার্জি রোগ

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০০ সালের HSC পরীক্ষার্থীদের জন্য নতুন সিলেবাস প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায় ইসলামী শিক্ষা বিষয়টিকে শুধুমাত্র মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা হতে তুলে দেয়া হয়েছে। যা পূর্বে সব শাখায় নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে ছিল। সোজা কথায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ইসলাম সম্পর্কে জানা ও জ্ঞান লাভ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। যে রাষ্ট্রের সংবিধানের সর্বাগ্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে, সেই সংবিধান রক্ষার শপথ গ্রহণকারী সরকার? কিভাবে ইসলামী শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার কোণঠাসা করে ফেলতে পারে? ইসলাম সম্পর্কে জানা ও জ্ঞান লাভ করা কি অপরাধ?

জাতির বিরুদ্ধে আর একটা ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। তাহলে কোন কলেজে নতুন করে 'ইসলামী শিক্ষা' বিভাগের অনুমোদন দিচ্ছে না। প্রায় সকল বিষয়ের অনুমোদন পাওয়া যায় বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; কিন্তু 'ইসলামী শিক্ষা' বিষয়ের অনুমোদন লাগে মিনিস্ট্রি থেকে। এটা জানা গেল দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আলহাজ মোস্তাফিজুর রহমান কলেজে 'ইসলামী শিক্ষা' বিভাগ চালু করার ব্যর্থ চেষ্টা হতে। কলেজে এ বিষয়ে ক্লাস রুটিন হয়েছে এডিসি (রাজস্ব) চট্টগ্রাম অফিসে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক বাছাই করা হয়েছে, কিন্তু সর্বপ্রকার আয়োজন ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের পরও শুধুমাত্র মিনিস্ট্রির অনুমতি (?) না পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হেয়প্রতিপন্ন অবস্থায় ভুগছে। সরকার দলীয় বিভিন্ন উচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কাছে ধরনা দিয়েও কাজ হচ্ছে না।

সরকারের প্রতি আমাদের অনুরোধ ও প্রত্যাশা, অবিলম্বে উপরোল্লেখিত কলেজে 'ইসলামী শিক্ষা' বিভাগ চালু করার অনুমতি দেয়া হোক। HSC-এর সকল শাখার অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিষয় পূর্বের মত বহাল রাখা হোক। এ ব্যাপারে সরকারের হয়ে যারা গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ত্বরান্বিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া হোক। সংবাদপত্রসমূহের প্রতি আমার অনুরোধ সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা এ সকল পরজীবীদের সনাক্ত করার ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা করুন। এদের মুখোশ খুলে দিয়ে সরকার ও দেশবাসীকে সচেতন করুন। আওয়ামী লীগের গুটিকতেক 'ইসলাম এলার্জি' রোগীদের রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য সঠিক সমালোচনা তুলে ধরুন। আমার জানা মতে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধর্মপরায়ণ। ইসলাম ধর্মের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস, কয়েকবার হজ ও উমরা পালনের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়। পরাজীবীরা বঙ্গবন্ধুকে ডুবিয়েছিল ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আর তারই সুযোগ্য কন্যাকেও একই পথে পরিচালিত করার অপচেষ্টা করছে। আমার মনে হয় না, সচেতন প্রধানমন্ত্রী এ ভুল ও ধ্বংসের পথে পা দেবেন। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা ও 'আলহাজ মোস্তাফিজুর রহমান কলেজ' লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম-এ 'ইসলামী শিক্ষা' বিভাগ চালুর অনুমতির নির্দেশ প্রদানের আহবান জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

—মোখতার আহমদ,
গ্রাম-পুটিবিলা, ডাক-আধুনগর,
থানা-লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

STATISTICS
3. SYSTEM
SHEET — OF — SHEETS